জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd,ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারকঃ ৫৫.১২.০০০০.১০৭.৩২.০০৩.১৯-২৬৮১ তারিখঃ ০১ অক্টোবর ২০২০

বিষয়ঃ প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর-এ তিন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ও আরো অনেক শিশু আহত হওয়ার ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে গত ১৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১৬-১৭ আগষ্ট ২০২০ তারিখে সরেজমিনে তদন্ত করে ১৩টি সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে। ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কমিশনের ৮৯তম সভায় তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন আলোচনা করা হয়।

০২। সভায় তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে ১৩টি সুপারিশ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। এ অবস্থায়, সকলের জ্ঞাতার্থে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৯ (৫) ধারা মতে তথ্যানুসন্ধান কমিটির ১৩টি সুপারিশ প্রকাশ করা হল।

১/১০/২০২০

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ৫৫০১৩৭১৮ (দপ্তর)

সুপারিশমালা:

১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ এর ১৯ (২) ধারার বিধান আলোকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পরিবারকে যথাযথ সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা যেতে পারে।

২. নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন-২০১৩ -এর সংশ্লিষ্ট ধারা অর্ন্তভুক্ত করে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন জানানোর জন্য পুলিশ-কে বলা যেতে পারে।

৩. এই ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় (যশোর কোতোয়ালি থানার মামলা নং- ৩৫, তারিখঃ ১৪/০৮/২০২০) দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য কমিশন হতে নিয়মিত তদারকি করা ও এই মামালায় কমিশনের নিজেস্ব প্যানেল আইনজীবী দিয়ে আইনি সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

৪. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও সমরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দেশে প্রচলিত শিশু আইনসহ অন্যান্য আইন ও মানবাধিকারের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণের আয়োজন করার জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট তৈরি ও প্রশিক্ষক প্রদানের বিষয়ে কমিশন সহযোগিতা করতে পারে।

৫. জেলা পর্যায়ে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার দায়িত্ব যাঁদের রয়েছে যেমনঃ জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখগণকে নিয়মিত (মাসে অন্তত একবার) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব; সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং রেজিসট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে এ বিষয়ে তাঁদেরকে নির্দেশনা প্রদান করতে কমিশন হতে সুপারিশ করা যেতে পারে।

৬. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল-ডাল, তরকারি ইত্যাদির মান উন্নয়ন এবং যশোর কেন্দ্রে নিয়োগকৃত বর্তমান ঠিকাদার পরিবর্তন করার জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তরকে বলা যেতে পারে।

৭. ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে নির্যাতনের ঘটনার সময় কর্তব্যরত পুলিশ ও আনসার সদস্যদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে।

৮. নিবাসীদের অপরাধীর নজরে দেখা, তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুগত নিবাসী তৈরি করা ও অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা,অভ্যন্তরে মাদকের ব্যবহার ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে সমস্যাগুলোর আশু সমাধান করতে সুপারিশ করা যেতে পারে।

৯. নিবাসীদের বয়স ও অভিযোগের ধরণ বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রাখার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে।

১০. ১৩ আগস্ট ট্রাজেডির সময়ে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ করে ইউনিসেফের মনসামাজিক পরামর্শক (সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলর) ও সমাজকর্মী (সোশ্যাল ওয়ার্কার) এবং স্কুলের শিক্ষক-

শিক্ষিকাগণ (যারা শিশু নির্যাতনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি)কে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের দায়িত্ব হতে অন্যত্র বদলি করার জন্য তাদের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা যেতে পারে।

১১. শিশুদের উন্নয়ন ও স্বাভাবিক জীবনে একীভূত করার লক্ষ্যে মানসিকতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মদক্ষ ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর জন্য শিক্ষার স্তর মাধ্যমিক পর্যন্ত উন্নীতকরণ, একজন ডাক্তারের স্থায়ী পদ তৈরিসহ জনবল বাড়ানো এবং খাবারসহ সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বাজেট বৃদ্ধি করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সুপারিশ করা যেতে পারে।

১২. শিশু আইন ২০১৩ আলোকে যেহেতু শিশুদের বিষয়ে এখতিয়ার শুধু শিশু আদালতের তাই শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারককে মাসে একবার শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করতে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং রেজিসট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে সুপারিশ করা যেতে পারে।

১৩. জেলা পর্যায়ে এ সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে।

১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট.....আহবায়ক

২। জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজের প্রতিনিধি).....সদস্য

৩। জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা.....সদস্য

৪। সংশ্লিষ্ট জেলায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্যানেল আইনজীবী (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)...সদস্য

৫। জেলা পর্যায়ে শিশু অধিকার/মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সনামধন্য বেসরকারি সংস্থার **দুইজন** প্রতিনিধি (জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনিত)...সদস্য

৭। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি.....সদস্য সচিব